দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 18 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান শিক্ষা দিবস পালন

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বুধবার মহান শিক্ষা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষা ভবনের সামনে "শিক্ষা অধিকার স্মৃতিস্তম্ভে"শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। বিভিন্ন সংগঠনের পৃথক কর্মসূচি থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাসের দাবি জানানো হয়।

গতকাল সকাল বেলা ১১ টায় ছাত্রদল শিক্ষাভবনের সামনে "শিক্ষা অধিকার, স্মৃতিস্তম্ভে"শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। এ সময় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, মোস্তফা খান সফরী , আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ১২টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষা অধিকার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার রোটন, রাসেদুল মাহমুদ রাসেল, সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

প্রদান করতে গেলে শিশু একাডেমির সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পরে তারা দোয়েল চত্বরের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে পাঁচ সদস্যর একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

জাতীয় ছাত্র সমাজের (জেপি) উদ্যোগে বিজয় নগরস্থ একটি রেস্তোরাঁয় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সমাজ সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বিএনপি নেতা মনিরুল হক চৌধুরী, জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির(জেপি) অতিরিক্ত মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী প্রমুখ।

জাসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সমাবেশে হোসাইন আহমেদ তফছির, মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট দুপুর ২টা

প্রাথমিক শিক্ষার এনজিওকরণ এবং জনগণের শিক্ষার আন্দোলন" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ,বাংলাদেশ নারী মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। বেলা ১টায় কেন্দ্রীয় প্রগতিশীল ছাত্র জোট প্রাথমিক শিক্ষার সুপারভিশন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কুখ্যাত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ঢাকার রাজপথে দেশের ছাত্র-সমাজ মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালিয়ে রাজপথ রক্তাক্ত করে। এতে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজীউল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন। এরপর থেকে এদিনটি মহান শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।